ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION
19 Floor, Go-Up Commercial Building, 998 Canton Road
Kowloon, Hong Kong . Tel: +(852) 2698-6339 . Fax: +(852) 2698-6367
E-mail: ahrchk@ahrchk.org . Web: www.ahrchk.net

অতি সত্ত্বর প্রকাশের জন্য
১১ আগষ্ট ২০০৬
এএইচআরসি-ওএল-০৪৫-২০০৬

বিচারক ও আইনজীবীদের স্বাধীনতা বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তার নিকট এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশনের খোলা চিঠি

লিন্ড্রো ডিসপোয়ী
বিচারক ও আইনজীবীদের স্বাধীনতা বিষয়ক বিশেষ কর্মকর্তা
দৃষ্টি আকর্শনঃ সোনিয়া ক্রোনিন
কক্ষ নম্বর ৩-০৬০
ওএইচসিএইচআর-ইউএনওজি
৮-১৪ এভেনিউ ডি লা পাইক্স
১২১১ জেনেভা ১০
সুইজারল্যান্ড

ফ্যাক্সঃ +৪১ ২২ ৯১৭৯০০৬

প্রিয় জনাব ডিসপোয়ী,

বাংলাদেশঃ জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞদের বিচার বিভাগ পর্যালোচনা ও পরিদর্শনের জন্য জরুরী ভিত্তিতে বাংলাদেশে যাওয়া প্রয়োজন

এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন (এএইচআরসি) আজ আপনাকে লিখছে বাংলাদেশের অধঃস্তন বিচার ব্যবস্থা সরকারের অন্যান্য বিভাগ থেকে পৃথকীকরণে উপর্যুপুরী সময়ক্ষেপন বন্ধ করতে আপনার সক্রিয় সম্পৃক্ততা কামনা করে এবং বিষয়টির প্রতি গভীর মনযোগের অনুরোধ জানাতে।

আপনি জেনে থাকবেন যে, গত ৩ আগষ্ট এএইচআরসি জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের কাছে প্রেরিত পাঁচটি চিঠির প্রথমটিতে দ্বার্থহীনভাবে বাংলাদেশের সদস্যপদ অত্যাবশ্যকীয়ভাবে পর্যালোচনার কারণগুলো উল্লেখ করেছিলাম। (এএইচআরসি-ওএল-৩৮-২০০৬)। সেই প্রথম চিঠিটি বিশেষভাবে নির্বাহী বিভাগ থেকে ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা জজের আদালতগুলো পৃথকীকরণে ১৫ বছর ধরে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছিল। এমনকি, ১৯৯৯ সালে সুপ্রীম কোর্ট সরকারের প্রতি অধঃস্তন আদালতকে স্বাধীন করার নির্দেশনা দেওয়ার পরও এখন পর্যন্ত কিছুই হয়নি।

সুপ্রীম কোর্ট ও এর হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকবৃন্দ ব্যতীত বাংলাদেশের সকল বিচারকদেরই এক থেকে অন্ততঃ চারটি মন্ত্রণালয়ের আজ্ঞাবহ হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসি সম্পূর্ণরূপে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন, যারা আবার পুলিশ বাহিনীরও দায়িত্বে নিয়োজিত। অন্যান্য অঞ্চলের ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ নিজ নিজ দায়িত্বের জন্য স্বরাষ্ট্র, অর্থ, সংস্থাপন এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছে দায়বদ্ধ। মামলা নিষ্পত্তি, পুলিশী তদন্তের তত্ত্বাবধান, রাজস্ব আদায়, সরকারী সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ সহ নানাবিধ কাজে তারা নিয়োজিত। এটা বলা মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলাদেশে সুপ্রীম কোর্টে নিয়োজিতরা ব্যতীত অন্যান্যদের কেউই প্রকৃত অর্থে "বিচারক" নন। বরং, তারা হলেন সরকারী কর্মকর্তা যাদেরকে রাষ্ট্রের পক্ষে দৈনন্দিন কাজকর্মের সাথে বিচারক হিসেবে বাড়তি দায়িত্বে আবির্ভূত হন।

বাংলাদেশে মানবাধিকার অর্জনের পথে নিম্ন আদালতের পরাধীনতা প্রধান বাধা। বাংলাদেশে সংঘটিত নির্যাতন, হত্যা এবং বেআইনী কারাগারে নিক্ষেপের যেসব ঘটনার ডকুমেন্ট এএইচআরসি'র কাছে আছে তার উপর ভিত্তি করে এটা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, বিচার বিভাগীয় একটি তদন্তের নির্দেশনা ভিক্টিমরা প্রত্যাশা করতে পারে যার ফলশ্রুতিতে নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেসীমিত আকারে শৃঙ্খলা ভঙ্গের ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমেই শেষ হয়।

বাংলাদেশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপর পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রন উদ্বেগের আরেকটি কারন। আদালতের এ্যাটর্নীরা একটি নতুন সরকারের ক্ষমতা গ্রহনের সময় প্রতিবারই গণহারে পরিবর্তিত হন। ফলে, তারা আনুগত্যের সাথে তাদের রাজনৈতিক প্রভুদের দরকষাকষির কাজে সহায়তা করেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন না বা এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তি প্রজন্মকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিকতা গড়ে তোলা ও ছড়িয়ে দিতে পারেন না। প্রসিকিউশন সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা তাদের গড়ে ওঠে না, রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব নিয়ামক হিসেবে কাজ করে এবং দেশের তথাকথিত আদালতগুলো অব্যবস্থাপনার অতলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

যেহেতু বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের অঙ্গীকার পূরণে ব্যর্থ হয়েছে এবং সর্বোচ্চ ও একমাত্র স্বাধীন আদালতও সেটা সংগতিপূর্ণভাবে কার্যকর করতে পারে নি, সেক্ষেত্রে এএইচআরসি'র অভিমত হল, এর থেকে ফল পেতে হলে বাইরে থেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি শক্তিশালী বৃহত্তর নির্দেশনা দিতে হবে। এএইচআরসি বিশ্বাস করে, জাতিসংঘের অধিকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দিকনির্দেশনামূলক কার্যক্রমগুলো পরিবর্তন আনয়নে যথেষ্ট ইতিবাচক ভুমিকা রাখতে পারে।

এই বিষয়ে আমরা বিস্ময়াভিভূত হয়েছি যে, স্বাধীন বিচারক ও আইনজীবীদের বিষয় সংশ্লিষ্ট আপনার আওতাভুক্ত দপ্তর বাংলাদেশের পরিস্থিতির আলোকে খুবই সামান্য গুরুত্ব দিয়েছে। প্রকৃত অর্থে, সরকার ও আপনার দপ্তরের মধ্যে দু'একটি দায়সারা গোছের (ভাবের) আদান প্রদান ব্যতীত দেশটির সম্পর্কে কোন প্রকার পদক্ষেপই বিবেচনাধীন আছে বলে আদৌ প্রতিয়মান হয়নি। আপনার আওতাভুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কিত কোন প্রতিবেদনও প্রকাশ হয়নি এবং সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য কোন অনুরোধ প্রক্রিয়াধীন অবস্থায়ও নেই। আমরা ব্যাপকভাবে মনে করি, এই অবস্থার অবসান প্রয়োজন।

বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণে ও স্বাধীন প্রসিকিউশন বিভাগ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে কাজ করার জন্য এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন আপনার দপ্তরের সরাসরী হস্তক্ষেপ কামনা করছে। আমরা অনুরোধ করছি যে, চারটি উপায়ে আপনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন। প্রথমত, বছরের পর বছর যাবত প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও দেশটির এই ব্যর্থতা এবং তার কুফল নিয়ে জাতিসংঘের ব্যবস্থাপনায় এবং স্বাধীন কর্তৃপক্ষগুলোর প্রতিবেদন সংগ্রহ করা ও বিশদভাবে জানার জন্য আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি। দ্বিতীয়ত, বছরের পর বছর ধরে অঙ্গীকার করার পরও নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণে দেশটি কেন ব্যর্থ হয়েছে তার ব্যাখ্যা সরকারের নিকট থেকে জানার জন্য আমরা অনুরোধ করছি। তৃতীয়ত এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল, সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে সরেজমিনে বাংলাদেশ পরিদর্শনের উপায় খুঁজে বের করুন যেন আপনি স্বচক্ষে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করতে পারেন। চতুর্থত, আপনার প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করুন ও জাতিসংঘের অপরাপর কর্তৃপক্ষকে জানান নিজেদের করনীয় কাজটি বাধ্যতামূলকভাবে সম্পন্ন করতে বাংলাদেশ সরকারের উপর যেন ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক প্রভাব পড়ে।

আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশের জনগণ আপনার এবং জাতিসংঘের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ ও তাদের দপ্তরের হস্তক্ষেপের অপেক্ষায় ও প্রতিক্ষায় রয়েছে। তাদের দেশে একের পর এক দুর্নীতিগ্রস্ত ও আত্মকেন্দ্রিক সরকারে দ্বারা চলমান অব্যবস্থাপূর্ণ ভয়ঙ্কর পথ পরিবর্তনের জন্য বছরের পর বছর চেষ্টা চালিয়েও তারা প্রত্যাশিত ফলাফলের দেখা পায়নি, এবং আপনার সাহায্য তাদের বড়ই প্রয়োজন।

আমরা প্রতিক্ষায় রইলাম আপনার হস্তক্ষেপের এবং আমাদের সাধ্যানুযায়ী যেকোন সময়ে সব ধরণের সাহায্য করতেও সম্পূর্ণ প্রস্তুত

আপনার বিশ্বস্ত

বাসিল ফার্নান্ডো
নির্বাহী পরিচালক
এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন, হংকং।

অনুলিপিঃ
১। জাতিসংঘ মহাসচিবের দপ্তর, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
২। নির্যাতন সংক্রান্ত প্রশ্ন বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা (স্পেশাল র‍্যাপোর্টার), জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
৩। বিচার বহির্ভূত হত্যা, সংক্ষিপ্ত ও নিবর্তনমূলক দন্ড বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা (স্পেশাল র‍্যাপোর্টার), জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
৪। নারীর প্রতি সহিংষতা বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা (স্পেশাল র‍্যাপোর্টার), জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
৫। চেয়ারপার্সন, নিবর্তনমূলক আটককরণ বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা (স্পেশাল র‍্যাপোর্টার), জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
৬। মানবাধিকার কাউন্সিলের সকল সদস্য রাষ্ট্রের দূতাবাসসমূহ, বাংলাদেশ।